শ্রদ্ধাঞ্জলি

আজ আরো একজন চলে গেলেন-

এই করোনা কালের মৃত্যুমিছিলে যোগ হলো আরেকটি বরেন্য নাম, বাংলাদেশের কৃতি সাহিত্যিক 'মকবুলা মনজুর' (১৯৩৮-২০২০)। না করোনা নয়, বার্ধক্যজনিত কারণে- তবু এখন যেকোন মৃত্যু তার সাথে জড়িয়ে যায়, স্বাভাবিক মৃত্যুও এখন লকডাউনের বেড়াজালে।

খুব ছোটবেলা থেকেই তার নাম দেখতাম বিভিন্ন পত্রিকায়। সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকাসহ প্রায় প্রতিটা কাগজে, পত্রিকায়। তার সময়ের বাংলা সাহিত্যের খুব কম পত্রিকাই আছে যেখানে তার লেখা বেরোয়নি। পরে সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকার সম্পাদিকাও হন। প্রথমদিকে মনে হতো হয়তো নারীবাদী লেখিকা। পরে তার লেখা পড়ে মনে হয়েছে তিনি শুধু নারীবাদী নন, মূল ধারার সাথে একজন মননশীল ঔপন্যাসিক এবং প্রগতিশীল লেখিকাও। কিছুকাল আগেও বাঙালি মুসলিম সমাজের অন্তর্গত নারীদের নিজেদের লেখা খুব কমই দেখা যেত। যে ক'জন আছেন তার মধ্যে অবশ্যই তিনি প্রথম সারির। উপন্যাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধ, নাটক ও কিশোরসাহিত্য মিলিয়ে তার গ্রন্থ সংখ্যা অর্ধশতেরও বেশি। তার গল্প নিয়ে চলচ্চিত্র এবং নাটক হয়েছে। সাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার থেকে অনন্যা পুরস্কার, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ গল্পকার হিসেবে লেখিকা সংঘ পুরস্কারসহ অনেক সম্মাননা।

আমার কাছে মনে হতো তিনি বাংলাদেশের আশাপূর্ণা দেবী। তার বিখ্যাত এপিক উপন্যাস 'কালের মন্দিরা'য় দেশবিভাগের ক্রান্তিকালের সময়ে একটি বাঙালি মুসলিম পরিবারের বেড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে সেই যুগের সমাজ নিখুঁতভাবে উঠে এসেছে যা আমাদের দেশের খুব কম লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। তাছাড়া তার লেখায় ছিল এদেশের অসংখ্য সাধারণ, খেটেখাওয়া মানুষের গল্পও। প্রচুর শিশু কিশোর সাহিত্য ও তিনি লিখেছেন।

আমার দাদার সূত্রে তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তার মত একজন উঁচু মানের মানুষও আমাদের সাথে সমান্তরাল কথা বলতেন। সাহিত্যের নানা কানাগলি নিয়েও আলোচনা হতো। একজন লেখক হিসেবে কখনই শুধু নারী বিষয়ের উপর নয়, বরং তার সাহিত্যের বিষয় ছিল এক সামগ্রিক জীবন চেতনার। পারিবারিক রাজনৈতিক পরিবেশের বামপন্থি ধারায় তার লেখনীতেও ছিল মানুষের মুক্তির

লক্ষ্য, প্রগতিশীল চিন্তা ও চেতনা। আর তার ছিল অসাম্প্রদায়িক মন । ছোটদের জন্য তিনি 'মহাভারত' সহজ সরল ভাষায় লিখে গেছেন। বইটির ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন: 'মহাভারত একটি ধর্মগ্রন্থ এবং পৌরাণিক কাহিনী হিসেবে বিখ্যাত হলেও এটি শুধু ধর্মগ্রন্থই নয়, একে একটি জাতির ইতিহাস বলে অভিহিত করা চলে। এই অসাধারণ গ্রন্থের রচয়িতা ব্যাসদেব কে হোমার, ভার্জিল, দান্তে, বাল্মিকী প্রভৃতি চিরায়ত সাহিত্য রচয়িতাদের সমতুল্য বলে মর্যাদা দান করা হয়েছে'।

তার গল্প পঞ্চাশৎ এর ভূমিকায় লিলি হক লিখেন : 'তার সৃষ্টিতে বিভিন্ন স্বাদ, চিন্তা অনুভব, জীবনের বিচিত্র গতি এবং সবার উপরে দেশ, কালের জীবন্ত চিত্রের সাথে মুক্তিযুদ্ধের বেদনাকীর্ণ গৌরবের সংবাদ বয়ে এনেছে। ..এসেছে গণমানুষের কথা, নির্যাতিত নারীর অস্ফূট যন্ত্রণার চিত্র এবং মানুষের মনোলোকের আলো-আঁধারির রোজনামচা'।

এইমত মানুষেরা আজ ধীরে ধীরে কমে আসছে। মকবুলা মনজুরের চলে যাওয়া তাই আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারায় এক অপূরণীয় ক্ষতি।

শফিউদ্দীন আহমাদ

জুলাই ২০২০।